UNIC Dhaka

জাতিসংঘ সংবাদ
DATELINE UN

A Monthly News Bulletin from UNIC Dhaka

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা
আমাদের বিশ্বকে পরিবর্তনে ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা

মার্চ-এপ্রিল ২০১৬ March-April 2016

২৯তম বর্ষ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা Volume-XXIX, No. III & IV

আন্তর্জাতিক নারী দিবস

আন্তর্জাতিক নারী দিবস হলো যেসব সাধারণ নারী তাদের দেশ ও সমাজের ইতিহাসে অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছেন তাদের অগ্রগতি তুলে ধরার, পরিবর্তনের ডাক দেয়ার এবং সাহসিকতা ও সংকল্পবদ্ধ কাজের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান জানানোর সময়।

২০১৬ সালের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রতিপাদ্য হলো: 'অধিকার, মর্যাদায় নারী-পুরুষ সমানে সমান।'

এই প্রতিপাদ্যের অন্তর্নিহিত ধারণা হলো *২০৩০ সালের এজেন্ডা* ত্বরান্বিত করার উপায় বিবেচনা করা, নতুন স্থিতিশীল উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো, বিশেষ করে লিঙ্গভিত্তিক সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়ের ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত লক্ষ্য ৫-এর কার্যকর বাস্তবায়নে গতি সঞ্চার করা এবং লক্ষ্য ৪ অনুযায়ী সবার জন্য সামুদয়িক ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং জীবনভর শিক্ষা গ্রহণ এগিয়ে নেয়া। এই প্রতিপাদ্য জাতিসংঘ নারীর *জোরদার করা উদ্যোগের* আওতাধীন নতুন নতুন অঙ্গীকার এবং লিঙ্গভিত্তিক সমতা, নারীর ক্ষমতায়ন ও নারীর মানবাধিকার সংক্রান্ত বিদ্যমান অঙ্গীকারগুলোর ওপরও আলোকপাত করে।

২০৩০ সালের এজেন্ডার কয়েকটি প্রধান লক্ষ্য:

- ২০৩০ সাল নাগাদ সব মেয়ে ও ছেলের প্রাসঙ্গিক ও লক্ষ্য ৪ অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণের ফল লাভের উদ্দেশ্যে অবৈতনিক, ন্যায়সঙ্গত ও মানসম্মত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপন নিশ্চিত করা।
- ২০৩০ সাল নাগাদ সব মেয়ে ও ছেলের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার সুবিধার্থে তাদের মানসম্মত শিক্ষা শুরু, শৈশব বিকাশ, যত্ন ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা লাভের সুযোগ নিশ্চিত করা।
- সর্বত্র সব নারী ও মেয়ের প্রতি সব ধরনের বৈষম্যের অবসান ঘটানো।
- পাচার এবং যৌন ও অন্যান্য ধরনের শোষণসহ ঘরে-বাইরে নারী ও মেয়েদের প্রতি সকল ধরনের সহিংসতা নির্মূল করা।
- শিশু ও বাল্যবিবাহ এবং জোর করে বিয়ে ও নারীর যৌনাঙ্গচ্ছেদের মতো ক্ষতিকর প্রথা বর্জন করা।

দিবসের ইতিকথা

ভূমিকা

আন্তর্জাতিক নারী দিবস বিশ্বের অনেক দেশে পালন করা হয়। এই দিনে নারীতে নারীতে জাতীয়তা, জাতিগত, ভাষাগত, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক ভেদাভেদ না করে তাদের অর্জনের জন্য স্বীকৃতি দেয়া হয়। বিশ শতকের শুরুতে উত্তর আমেরিকা ও সমগ্র ইউরোপে শ্রমিক আন্দোলন সংশ্লিষ্ট কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রথম সূত্রপাত হয়।

শুরুর সেই দিনগুলোর পর থেকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস সমভাবে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের নারীদের জন্য এক নতুন বৈশ্বিক মাত্রা পরিগ্রহ করে। জাতিসংঘের চারটি বৈশ্বিক নারী সম্মেলনের মধ্য দিয়ে বেগবান হয়ে ওঠা ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলন নারীর অধিকার এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের প্রতি সমর্থন গড়ে তোলার জন্য এই স্মৃতিরক্ষণকে একত্র হওয়ার একটা উপলক্ষে পরিণত করে।

ঘটনাপঞ্জি

- **১৯০৯** যুক্তরাষ্ট্রে ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রথম জাতীয় নারী দিবস পালিত হয়।

আমেরিকার সমাজতান্ত্রিক দল ১৯০৮ সালে নিউইয়র্কে তৈরি পোশাক শ্রমিকদের ধর্মঘটের সম্মানে দিনটি মনোনীত করে। ধর্মঘটে মেয়েরা কাজের পরিবেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন।

- **১৯১০** কোপেনহেগেনে সম্মেলনকালে সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিক (Socialist International) নারী অধিকার আন্দোলনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও নারীর সর্বজনীন ভোটাধিকার অর্জনের সমর্থন গড়ে তোলার জন্য আন্তর্জাতিক বৈশিষ্ট্যের একটি দিবস ঘোষণা করে। ১৭টি দেশের একশ'র বেশি নারীর এই সম্মেলনে প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ফিনল্যান্ডের পার্লামেন্টে প্রথম নির্বাচিত তিন নারীও ছিলেন। দিবসটি পালনের জন্য কোনো দিন নির্ধারণ করা হয়নি।
- **১৯১১** কোপেনহেগেনের উদ্যোগের ফলে প্রথমবারের মতো (১৯ মার্চ) অস্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, জার্মানি ও সুইজারল্যান্ডে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়। এ উপলক্ষে ১০ লাখের বেশি নারী-পুরুষ সমাবেশে যোগ দেন। ভোট এবং সরকারি পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার অধিকার ছাড়াও তারা নারীর কাজের অধিকার, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যের অবসান দাবি করেন।
- **১৯১৩-১৪** আন্তর্জাতিক নারী দিবস প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোরও একটা উপায়ে পরিণত হয়। শান্তি আন্দোলনের অংশ হিসেবে রুশ নারীরা ফেব্রুয়ারির শেষে রোববার তাদের প্রথম আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করেন। ইউরোপের অন্যান্য স্থানে পরের বছর ৮ মার্চ বা তার কাছাকাছি দিনে যুদ্ধের বিরুদ্ধে

প্রতিবাদ বা অন্যান্য তৎপরতার সঙ্গে সংহতি প্রকাশের জন্য নারীরা সমবেত হন।

- **১৯১৭** যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রুশ নারীরা ফেব্রুয়ারির শেষ রোববার (গ্রেগরীয় পঞ্জিকা অনুযায়ী ৮ মার্চ) 'খাদ্য ও শান্তির' জন্য প্রতিবাদ ও ধর্মঘটের ডাক দেন। চারদিন পর জার ক্ষমতা থেকে সরে যান এবং অস্থায়ী সরকার নারীর ভোটাধিকার প্রদান করে।
- **১৯৭৫** আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ চলাকালে জাতিসংঘ ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন শুরু করে।
- **১৯৯৫** ১৮৯টি সরকারের স্বাক্ষর করা ঐতিহাসিক বেইজিং ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা উদ্যোগের ১২টি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র তুলে ধরে এবং এমন একটি বিশ্বের স্বপ্ন ব্যক্ত করে, যেখানে প্রতিটি নারী ও মেয়ে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, শিক্ষা গ্রহণ, উপার্জন থাকা এবং সহিংসতা ও বৈষম্যমুক্ত সমাজে বসবাসের মতো পছন্দ কাজে লাগাতে পারেন।
- **২০১৪** লিঙ্গভিত্তিক সমতা ও নারীর অধিকারের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিষ্পত্তিকল্পে রাষ্ট্রগুলোর বার্ষিক সম্মেলন নারীর মর্যাদা বিষয়ক কমিশনের ৫৮তম অধিবেশন (সিএসডব্লু ৫৮) 'মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্যগুলোতে নারী ও মেয়ে সম্পর্কিত লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ ও অর্জনের' ওপর আলোকপাত করে। জাতিসংঘ সংস্থা ও বিশ্বের স্বীকৃত এনজিওগুলো আটটি মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে অগ্রগতি ও অবশিষ্ট চ্যালেঞ্জ নিরূপণ করে। এমডিজিগুলো লিঙ্গভিত্তিক সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নে মনোযোগ বৃদ্ধি ও সম্পদের ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস

পটভূমি

অটিজম সারা জীবনব্যাপী একটা স্নায়বিক অবস্থা, যা লিঙ্গ, জাতি বা আর্থ-সামাজিক অবস্থা নির্বিশেষে শৈশবে প্রকাশ পায়।

অটিজমের বিস্তৃতি বলতে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য বোঝায়। এই বিস্তৃতির মধ্যে যারা আছে তাদের যথাযথ সহায়তা দেয়া এই স্নায়বিক ভিন্নতার সঙ্গে মানিয়ে চলা ও এটাকে গ্রহণ করা হলে তারা সমাজে সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ, পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণ করতে পারে।

অটিজমের প্রধান বৈশিষ্ট্য তার অনন্য মিথস্ক্রিয়া, মান-বহির্ভূত শিক্ষা, বিশেষ বিশেষ বিষয়ের প্রতি গভীর আগ্রহ, গতানুগতিক কার্য পরম্পরার প্রতি ঝোঁক, বৈশিষ্ট্যসূচক যোগাযোগের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ ও সংবেদনাত্মক তথ্য প্রক্রিয়াজাত করার স্বতন্ত্র উপায়।

বিশ্বের সকল অঞ্চলে অটিজমের হার উচ্চ এবং এটা বুঝতে না পারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, তাদের পরিবার ও সমাজের জন্য বিরাট প্রভাব ফেলে।

স্নায়বিক পার্থক্যের সঙ্গে যেসব কলঙ্কারোপ ও বৈষম্য জড়িয়ে আছে, সেগুলো রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার পথে উল্লেখযোগ্য বাধা; যা উন্নয়নশীল দেশের জননীতি প্রণেতা ও দাতা দেশগুলোকে সমাধান করতে হবে।

জাতিসংঘ পরিবার তার ইতিহাসজুড়ে এই বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখিয়েছে এবং শিক্ষা গ্রহণে পার্থক্য ও বিকাশে পিছিয়ে পড়া শিশুসহ পিছিয়ে পড়া ব্যক্তিদের অধিকার ও কল্যাণ এগিয়ে নিয়েছে। ২০০৮ সালে বলবৎ হওয়া পিছিয়ে পড়া ব্যক্তিদের অধিকার সংক্রান্ত কনভেনশন সবার জন্য সর্বজনীন মানবাধিকারের মৌলিক নীতি পুনর্ব্যক্ত করেছে। এর উদ্দেশ্য হলো পিছিয়ে পড়া সকল ব্যক্তির সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা ভোগ এগিয়ে নেয়া, রক্ষা করা ও নিশ্চিত করা এবং তাদের অন্তর্নিহিত মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করা। সবার জন্য একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও যত্নশীল সমাজ লালন করা এবং আত্মসংবৃতি আক্রান্ত সকল শিশু ও প্রাপ্ত বয়স্কের পূর্ণ ও অর্থবহ জীবনযাপন নিশ্চিত করার একটা দৃঢ় হাতিয়ার।

অটিজমে আক্রান্ত সবাই যাতে সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পূর্ণ ও অর্থবহ জীবনযাপন করতে পারে, সেজন্য তাদের জীবনের মানোন্নয়নে সহায়তাদানের প্রয়োজন তুলে ধরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ২ এপ্রিলকে সর্বসম্মতিক্রমে বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে।

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের সাম্প্রতিক কার্যক্রম

রুয়ান্ডা গণহত্যা দিবস পালন: আলোচনা সভা, কবিতা পাঠ, নাটিকা, মোমবাতি প্রজ্জালন

৭ এপ্রিল ২০১৬

রুয়ান্ডা গণহত্যা দিবস উপলক্ষে ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র ও ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (ডিআইইউ) যৌথভাবে গত ৭ এপ্রিল ২০১৬ ডিআইইউ অডিটোরিয়ামে এক অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করে। রুয়ান্ডা গণহত্যার শিকার ব্যক্তিদের স্মরণে মোমবাতি প্রজ্বালনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানমালার শুরু হয়। এছাড়া অনুষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল আলোচনা সভা, কবিতা পাঠ ও নাটিকা মঞ্চায়ন। অনুষ্ঠানে বক্তাগণ গণহত্যার মতো ঘৃণ্য অপরাধের বিরুদ্ধে সবাইকে জোরালো কণ্ঠে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান এবং গভীর শ্রদ্ধার সাথে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এবং মুক্তিযোদ্ধাদের কথা স্মরণ করেন, বিশেষ করে যাঁরা মাতৃভূমির জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. ইউসুফ এম ইসলামের সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ তথ্য কমিশনের প্রধান তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. মো. গোলাম রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মাহমুদ হাসান ও ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান। এতে স্বাগত বক্তব্য দেন ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগ বিভাগের প্রধান মিজানুর রহমান রাজু। অনুষ্ঠানে দেশের খ্যাতিমান কবি রবিউল হুসাইন, শিহাব সরকার এবং মুহাম্মদ সামাদ মানবাধিকার বিষয়ক স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। শেষ পর্বে মানবাধিকার বিষয়ক একটি নাটিকা মঞ্চায়ন করা হয়।

বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ২০১৬: সেমিনার এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন

২ এপ্রিল ২০১৬

বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উপলক্ষে গত ২ এপ্রিল ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র এবং আনন্দনিকেতন ইউরোপিয়ান স্কুল যৌথভাবে স্কুলের আলোচনা কক্ষে এক সেমিনার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে স্কুলের চেয়ারপারসন ড. মাহমুদুল হাসান উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করেন এবং মনোবিজ্ঞানী ও অটিজম বিশেষজ্ঞ মিস নারসিস রহমান মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন। ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান তার বক্তব্যে অটিস্টিক আক্রান্ত ব্যক্তিদের মূলধারায় সম্পৃক্তকরণে নীতিনির্ধারক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং ব্যবসায়িক মহলসহ সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে তথ্য কেন্দ্রের কর্মকর্তা মিস মমতাজ বেগম দিনটি উপলক্ষে জাতিসংঘ মহাসচিবের বাণী পাঠ করেন এবং আনন্দনিকেতন স্কুলের সমন্বয়ক মিস রোমেলা মুর্শেদ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানে স্কুলের শিশুরা নাচ ও সঙ্গীত পরিবেশন করে। এতে শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক ও অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকায় এসক্যাপ অর্থনৈতিক ও সামাজিক জরিপ ২০১৬ প্রকাশ

২৮ এপ্রিল ২০১৬

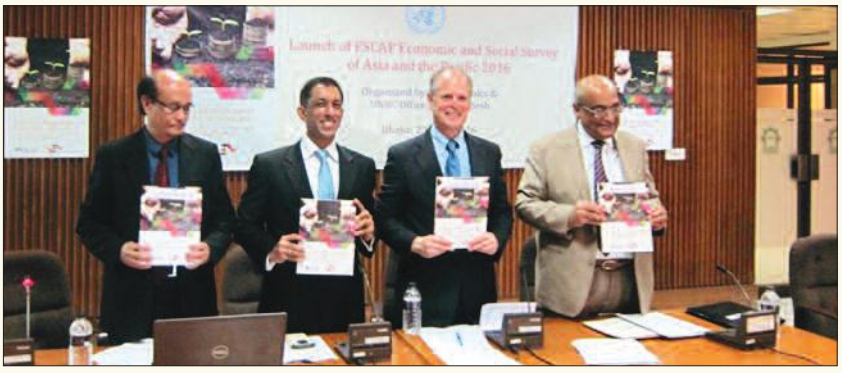

ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র এবং জাতিসংঘ আবাসিক সমন্বয়কারীর কার্যালয় যৌথভাবে এসক্যাপ-এর সহযোগিতায় আইডিবি সম্মেলন কক্ষে গত ২৮ এপ্রিল এসক্যাপ অর্থনৈতিক ও সামাজিক জরিপ ২০১৬ প্রকাশ করে। প্রকাশনা অনুষ্ঠানে মূল বক্তব্য প্রদান করেন সিপিডির সম্মানিত ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। তিনি তার বক্তব্যে বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরেন। এসক্যাপ ব্যাংককের অর্থনীতি বিষয়ক কর্মকর্তা ড. শুভজিৎ ব্যানার্জী আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে জরিপের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো তুলে ধরেন। সভাপতির বক্তব্যে জাতিসংঘ বাংলাদেশের আবাসিক সমন্বয়কারী রবার্ট ওয়াটকিন্স জরিপের গুরুত্ব তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। সরকারি ও এনজিও প্রতিনিধি, নারী অধিকার কর্মী, তরুণ নেতা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও গণমাধ্যম কর্মীরা মুক্ত আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করেন। প্রকাশনা অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে বিতর্ক ও স্লোগান প্রতিযোগিতা

৮ মার্চ ২০১৬

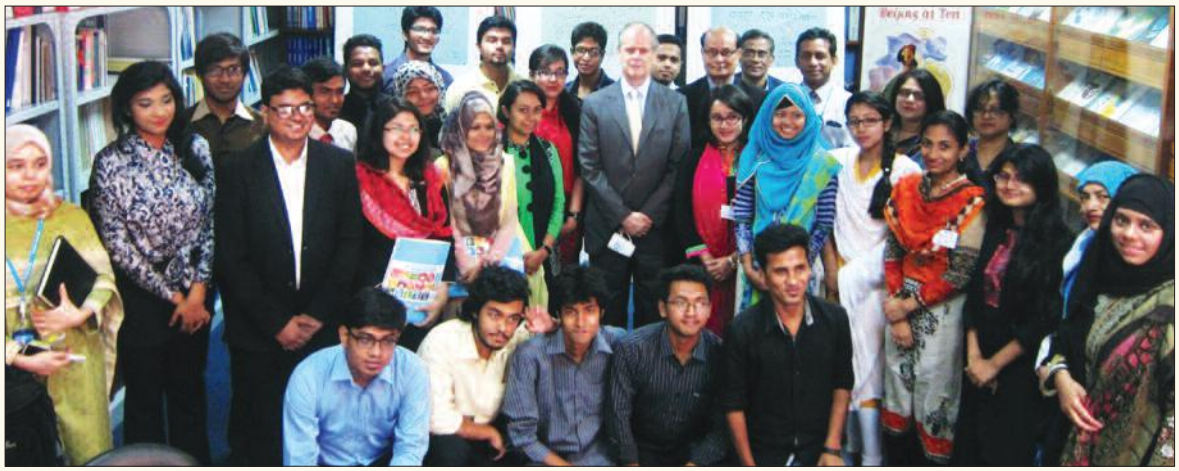

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে গত ৮ মার্চ ২০১৬ ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র এক বিতর্ক ও স্লোগান প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এই বিতর্কের বিষয় ছিল 'ধরিত্রী ৫০-৫০: ২০৩০ সাল নাগাদ নারী-পুরুষের সমতা অর্জন সম্ভব'। বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী রবার্ট ওয়াটকিন্স প্রধান অতিথি হিসেবে বিতর্ক প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। এছাড়া তিনি প্রশ্ন-উত্তরপর্বে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান। অনুষ্ঠানে জাতিসংঘ কমিউনিকেশন ও অ্যাডভোকেসি গ্রুপ থেকে ইউনিডো প্রধান জাকি-উজ-জামান, ইউএনওডিসি প্রধান কামরুল ইসলাম এবং ইউনেস্কো, ইউএনএফপিএ এবং ডব্লিউএফপির যোগাযোগ কর্মকর্তা যথাক্রমে নাইমা নার্গিস, আসমা আক্তার এবং মাহরিন আহমেদ বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন এবং বক্তব্য রাখেন। বিতর্ক প্রতিযোগিতায় জাতিসংঘ যুব ও ছাত্র সমিতি বাংলাদেশ (ইউনিসাব) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মডেল জাতিসংঘ সমিতি (ডুমুনা) যুব প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। পরে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়।

২০৩০ এজেন্ডা

সন্ত্রাসবাদ বিস্তারের সহায়ক পরিবেশ বিদূরণে অনবদ্য সুযোগ

সন্ত্রাসবাদ রোধ এবং ইরাক ও লেভান্টে নিজেদের ইসলামিক স্টেট (আইএসআইএল) হিসেবে অভিহিত সন্ত্রাসী সংগঠনে বিদেশি যোদ্ধাদের যোগদানের ধারা ঠেকানোর জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও দেড় বছরের মধ্যে যোদ্ধাদের সংখ্যা দ্বিগুণের বেশি হয়ে গেছে। অনুমান করা হচ্ছে যে, একশ'টিরও বেশি দেশ—যা জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসংখ্যার অর্ধেকের বেশি, তা থেকে ৩০ হাজারের বেশি লোক বিদেশি সন্ত্রাসী যোদ্ধা হিসেবে আইএসআইএলের সেনাদলে যোগ দিয়েছে।

কোনো কিছু দিয়েই সন্ত্রাসবাদী কাজের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করা যায় না। কোনো ধর্মীয় অজুহাতেই সহিংস পদ্ধতির ফন্দি-ফিকির হতে পারে না। একই সঙ্গে সন্ত্রাসবাদ বিস্তারের অনুকূল পরিবেশ দূর করতে না পারলে আমরা দীর্ঘমেয়াদে কখনো তা পরাভূত করতে পারব না। সাধারণভাবে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি অত্যন্ত গুরুতর হুমকি এবং নির্দিষ্টভাবে সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কিত অন্যান্যের মধ্যে নিরাপত্তা পরিষদের ১৯৬৩ (২০১০) ও ২১২৯ (২০১৩) সহ বেশ কয়েকটি প্রস্তাবে এ বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। জাতিসংঘের প্রথম স্তম্ভ বৈশ্বিক পাল্টা সন্ত্রাসবাদ কৌশল (এ/আরইএস/৬০/২৮৮) প্রস্তাবেও সন্ত্রাসবাদ বিস্তারের অনুকূল পরিবেশ দূর করার সংকল্প ব্যক্ত করা হয়েছে। আরো সম্প্রতি প্রচণ্ড চরমপন্থা রোধে মহাসচিবের কর্মপরিকল্পনায়ও (এ/৭০/৬৭৪) এসব পরিবেশের মধ্যে হতে পারে বলে বিশদভাবে যে কয়েকটি তুলে ধরা হয়েছে তাতে রয়েছে—আর্থ-সামাজিক সুযোগের অভাব; প্রান্তিকীকরণ ও বৈষম্য; দুর্বল শাসন, মানবাধিকার ও আইনের শাসন লঙ্ঘন; দীর্ঘস্থায়ী ও অমীমাংসিত সংঘাত এবং কারাগারে আমূল সংস্কারের মন্ত্রে দীক্ষিত করা।

২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ পরবর্তী পর্যায়ের উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যগুলোর ব্যাপারে সম্মত হন এবং ২০১৬ সালের ১ জানুয়ারিতে সম্মিলিতভাবে স্থিতিশীল উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো (এসডিজি) নামে ১৭টি উচ্চাভিলাষী বৈশ্বিক লক্ষ্য কার্যকর হয়। আগামীর উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট গুরুতর চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টাকে উদ্দীপিত করার উপায় হিসেবে নিজ বৈশিষ্ট্যেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এসডিজি সন্ত্রাসবাদ বিস্তারের অনুকূল পরিবেশ দূর করার মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় আমাদের প্রচেষ্টায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তাও করতে পারে।

সতেরটি এসডিজির প্রথমটির লক্ষ্য হলো—'সকল স্থানে সকল ধরনের দারিদ্র্যের অবসান'। ১৯৯০ সালের পর থেকে চরম দারিদ্র্যের হার অর্ধেকের বেশি কমে গেছে। এটা একটা উল্লেখযোগ্য অর্জন হলেও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রতি পাঁচজনে একজন এখনও দিনে ১ দশমিক ২৫ ডলারের কমে জীবন কাটাচ্ছে এবং আরও লাখ লাখ মানুষ দৈনিক এই আয়ের সামান্য কিছু ওপরে দিন গুজরান করছে। একটা স্থিতিশীল জীবন নিশ্চিত করার জন্য যে আয় ও সম্পদের প্রয়োজন দারিদ্র্য তার অভাবের চেয়ে আরো বেশি কিছু। এটা ক্ষুধা ও অপুষ্টি, শিক্ষা ও অন্যান্য মৌলিক পরিসেবায় সীমিত সুযোগ, সামাজিক বৈষম্য ও বর্জন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নেয়ার সুযোগের রূপও পরিগ্রহ করতে পারে। স্থিতিশীল কর্মসংস্থান ও সমতা এগিয়ে নেয়ার জন্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অন্তর্ভুক্তিমূলক হতে হবে। এসডিজি-৪-এর লক্ষ্য হলো সবার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং জীবনভর শিক্ষা অর্জন এগিয়ে নেয়া। মানসম্মত শিক্ষা লাভ জীবনোন্নয়ন ও স্থিতিশীল উন্নয়নের ভিত্তি। সকল পর্যায়ে শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি এবং স্কুলে, বিশেষ করে নারী ও মেয়েদের ভর্তির হার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বড় ধরনের অগ্রগতি হয়েছে। মৌলিক সাক্ষরতার হার উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়লেও সর্বজনীন শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে অব্যাহত প্রচেষ্টা চালানোর প্রয়োজন রয়েছে। একটা বাস্তব দৃষ্টান্ত হবে সকল দেশে প্রাথমিক শিক্ষায় ছেলে ও মেয়ের সমতাকে শিক্ষার সকল স্তরে বিস্তৃত করা।

এসডিজি-৫-এর আলোকপাত হলো লিঙ্গভিত্তিক সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়ের ক্ষমতায়নের ওপর। আজকে বিশ্বের বিভিন্ন অংশে নারী ও মেয়েরা এখনও বৈষম্য ও সহিংসতার শিকার। লিঙ্গভিত্তিক সমতা কেবল একটা মৌলিক মানবাধিকার নয়, এটা একটি শান্তিপূর্ণ, সমৃদ্ধ ও স্থিতিশীল বিশ্বের জন্য প্রয়োজনীয় ভিত্তি। নারী ও মেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, উপযুক্ত কাজ এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রতিনিধিত্বের সমান সুযোগ দেয়া হলে স্থিতিশীল অর্থনীতি চাঙ্গা হবে এবং সাধারণভাবে সমাজ ও মানবতা উপকৃত হবে।

এসডিজি-৮ সবার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও স্থিতিশীল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও উপযুক্ত কাজ এগিয়ে নেয়ার কথা বলেছে। বিশ্বের প্রায় অর্ধেক লোক এখনও যে কেবল দিনে প্রায় ২ ডলারের সমপরিমাণ অর্থে দিনাতিপাত করে তা নয়, অনেক স্থানেই একটি কাজের সংস্থানও দারিদ্র্য থেকে রক্ষা পাওয়ার সামর্থ্যের নিশ্চয়তা দেয় না। অব্যাহতভাবে উপযুক্ত কাজের সুযোগের অভাব এবং অপ্রতুল বিনিয়োগ গুরুতর বিষয় হয়ে রয়েছে। অপরদিকে আগামী বছরগুলোতে মানসম্মত কাজ সৃষ্টি করা প্রায় সকল অর্থনীতির জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে থাকবে।

এসডিজি-১০-এর লক্ষ্য হলো দেশগুলোর অভ্যন্তরে এবং এক দেশের সঙ্গে আরেক দেশের অসমতা হ্রাস করা। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় মানুষকে দারিদ্র্যের বাইরে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য

অগ্রগতি অর্জন করেছে। অবশ্য অন্যান্যের মধ্যে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা পরিসেবার সুযোগের ক্ষেত্রে বিস্তর বৈষম্যের দরুন অসমতা এখনও বিদ্যমান রয়েছে।

পরিশেষে, এসডিজি-১৬ হলো স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ এগিয়ে নেয়া, সবার জন্য ন্যায়বিচারের সুযোগের ব্যবস্থা করা ও সকল পর্যায়ে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। এই লক্ষ্যের আওতায় রয়েছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আইনের শাসন এগিয়ে নেয়া এবং সবার জন্য ন্যায়বিচারের সমান সুযোগের নিশ্চয়তা বিধান। এই লক্ষ্যের আরও উদ্দেশ্য হলো অবৈধ অর্থ ও অস্ত্রের প্রবাহ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস করা, অপহৃত সম্পদের উদ্ধার ও প্রত্যর্পণ জোরদার করা ও সকল ধরনের সংঘবদ্ধ অপরাধ মোকাবেলা করা; সকল পর্যায়ে সাড়াপ্রবণ, অন্তর্ভুক্তি, অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্বমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিত করা; সর্বসাধারণের জন্য তথ্যের

সুযোগের নিশ্চয়তা বিধান ও মৌলিক স্বাধীনতা রক্ষা করা এবং সহিংসতা রোধ, সন্ত্রাসবাদ ও অপরাধ মোকাবিলায়, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে সকল পর্যায়ে সামর্থ্য গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে সহ-প্রাসঙ্গিক জাতীয় প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী করা।

এসডিজি বা ২০৩০ এজেন্ডা হিসেবে উল্লিখিত এই কর্মপরিকল্পনা হলো বিশ্বের সকল স্থানের মানুষের জীবনের উন্নয়নে একটি নতুন পথে যাত্রা করার জন্য বিশ্বের দেশগুলো ও নাগরিকদের একত্রিত করার একটি সুযোগ। ফলে এটি যেমন প্রশস্ত, তেমন উচ্চাভিলাষী। একই সঙ্গে সন্ত্রাসবাদ বিস্তারের অনুকূল পরিবেশ ঐকান্তিকভাবে দূর করার জন্য সদস্য দেশগুলো ও জাতিসংঘের সামনে এটা একটা অনবদ্য সুযোগ। নিরবচ্ছিন্ন কাজ ও অঙ্গীকার পালনের মধ্য দিয়ে আমরা কার্যকরভাবে একটা নিরাপদ, সমৃদ্ধ ও স্থিতিশীল বিশ্ব অর্জন করতে পারি। যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ৯/১১'র সন্ত্রাসী হামলার পর ১৩৭৩ সংখ্যক প্রস্তাবের মাধ্যমে গঠিত নিরাপত্তা পরিষদের পাল্টা সন্ত্রাসবাদ কমিটির প্রধান হিসেবে সকল পক্ষের প্রতি আমি এই সুযোগ গ্রহণের আহ্বান জানাই।

লেখক

আমর আবদেল লতিফ আবুলাত্তা
জাতিসংঘে মিসরের রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধি এবং নিরাপত্তা পরিষদের পাল্টা সন্ত্রাসবাদ কমিটির প্রধান

World Autism Awareness Day

বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উপলক্ষে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুনের বাণী

২ এপ্রিল ২০১৬

২০৩০ সাল নাগাদ টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডা অর্জনের উচ্চাভিলাষী ও সর্বজনীন চ্যালেঞ্জ অনুধাবনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এখন যাত্রা শুরু করছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আলোকে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনে অটিজম আক্রান্ত ব্যক্তিদের সমান অংশগ্রহণ ও কার্যকর সংশ্লিষ্টতা অপরিহার্য।

অটিজম একটি আজীবন পরিস্থিতি, যার শিকার বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষ। অনেক দেশেই এটি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নেই এবং অধিকাংশ সমাজই অটিজম আক্রান্ত ব্যক্তিদের এড়িয়ে চলে।

এটি একটি মানবাধিকার লঙ্ঘন ও মানব সম্ভাবনার অপচয়। আমি অটিজম আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে গতিশীলতা ও প্রতিশ্রুতি অবলোকন করেছি। এ বছরের শুরুতে নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘ সদর দফতরে এমন একজন যুবকের সাথে আমার কথা বলার সৌভাগ্য হয়েছিল। কীভাবে আমরা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারি সে ব্যাপারে তার অভিনব দৃষ্টিভঙ্গির কথা শুনে আমি সত্যিই অভিভূত হয়েছি।

প্রাকৃতিকভাবেই অটিজম আক্রান্ত ব্যক্তি বিভিন্ন বিষয়ের ওপর পারদর্শী ও আগ্রহী হয়ে থাকে। আমাদের এ বিশ্বকে সুন্দরতর করার লক্ষ্যে তারা সবাই তাদের সামর্থ্য নিয়োগ করছে। অটিজম সচেতনতা আন্দোলনকে সমর্থন জোগাতে পেরে জাতিসংঘ গর্বিত। অটিজম আক্রান্ত ব্যক্তি ও সকল প্রতিভাবান সদস্যের অধিকার, অবস্থান ও কল্যাণ, যা কাউকে পেছনে ফেলে না রাখার লক্ষ্যে গৃহীত ২০৩০ এজেন্ডা ও এর অঙ্গীকারের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

প্রাপ্তবয়সে পৌঁছানোর সময়টি বিশেষভাবে সংবেদনশীল। আমাদের যৌথ ভবিষ্যৎ নির্মাণে বিশ্ব যুব সমাজকে সম্পৃক্তকরণের একজন বলিষ্ঠ সমর্থক হিসেবে, আমি অটিজম আক্রান্ত তরুণ ব্যক্তিদের তাদের প্রজন্মের ঐতিহাসিক উন্নয়ন উদ্যোগের অংশ বানাতে, সমাজকে আরও অর্থ বিনিয়োগের আহ্বান জানাই।

এ বছর প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ কনভেনশনের দশম বার্ষিকী পালিত হচ্ছে। আমাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ মানব পরিবারের মূল্যবান সদস্য হিসেবে একটি মর্যাদাশীল ভবিষ্যৎ ও সকলের জন্য সুযোগ তৈরিতে অটিজম আক্রান্ত ব্যক্তিরা অবদান রাখতে সক্ষম। আজ এই বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবসে অটিজম আক্রান্ত সকল ব্যক্তির অধিকারকে এগিয়ে নেয়ার এবং তাদের পূর্ণ অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণের আহবান জানাই।

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক ইউএন হাউজ, আইডিবি ভবন, বেগম রোকেয়া সরণী, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক সংবাদ বুলেটিন: নির্বাহী সম্পাদক: এম. মনিরুজ্জামান, ফোন: ৯১৮ ৩০৮৬, ফ্যাক্স: ৯১৮৩১০৬ ওয়েব: www.unicdhaka.org

A Monthly News Bulletin published by the United Nations Information Centre, Dhaka, Bangladesh. Executive Editor: M. Moniruzzaman, Phone: 9183086 Fax: 9183106 e-mail: info.unic@undp.org, website : www.unicdhaka.org